بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
19

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 14 ই জুলাই, 2016 14 ওফা,1395 হিজরী শামসী 8 শওয়াল 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

খোদা তা'লার কথায় এক শক্তিশালী প্রভাব সন্নিবেশিত থাকে। ইহা লোহার পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহা হৃদয়ে এক পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহা যাহার উপর অবতীর্ণ হয় তাহাকে বীর যোদ্ধায় পরিণত করে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার বাক্যালাপের মধ্যে একটি বিশেষ বরকত, উদ্দীপনা ও স্বাদ নিহিত থাকে। যেহেতু খোদা শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, সেহেতু তিনি নিজের মোত্তাকী, ন্যায়-নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বান্দাদিগকে প্রার্থনার জবাব দিয়া থাকেন। এই প্রশ্ন-উত্তর কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হইতে পারে। যখন বান্দা বিনয় ও নির্ভরশীলতার সহিত একটি প্রশ্ন করে তখন ইহার পর কয়েক মিনিট পর্যন্ত তাহার উপর অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং এই অবচেতনার পর্যায়ে সে উত্তর পাইয়া থাকে। ইহার পর বান্দা যদি অন্য কোন প্রশ্ন করে তবে দেখিতে না দেখিতে তাহার উপর অন্য একটি অচৈতন্যের অবস্থা নামিয়া আসে এবং নিয়ম মাফিক এই পর্যায়ে সে উত্তর পাইয়া যায়। খোদা এতই সম্মানিত, দয়ালু ও সহানুভুতিশীল যে, যদি হাজার বারও এক বান্দা কিছু প্রশ্ন করে তবে সে উত্তর পাইয়া যায়। কিন্তু যেহেতু খোদা তা'লা পরমুখাপেক্ষী নহেন এবং তিনি প্রজ্ঞা ও পরিণামদর্শিতারও অধিকারী, সেজন্য কোন কোন প্রশ্নের উত্তরে ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন না। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কীভাবে বুঝা যাইবে এই সকল উত্তর খোদা তা'লার পক্ষ হইতে না কি শয়তানের পক্ষ হইতে, তবে বলিব যে, আমি ইহার উত্তর দিয়াছি মাত্র।

তাছাড়া শয়তান বোবা। তাহার ভাষায় সাবলিল ধারা থাকে না এবং বোবার ন্যায় তাহার মধ্যে বাগ্মিতাপূর্ণ ও দীর্ঘায়িত কথা বলার শক্তি থাকিতে পারে না। সে কেবল এক নোংরা ভঙ্গিমায় দুই একটি বাক্য হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাকে আদি হইতে এই শক্তিই দেওয়া হয় নাই যে, সে উত্তম ও জোরালো কথা বলিতে পারে, বা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর সংক্রান্ত বাক্যালাপের ধারা জারি রাখিতে পারে। সে বধিরও। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সে অসহায়ও। সে নিজের ইলহামে কোন কুদরত ও উচ্চমানের অদৃশ্য সম্পর্কিত ব্যাপারের নমুনা দেখাইতে পারে না। * তাহার গলাও বসা। জোরালো ও উচ্চস্বরে কথা বলিতে পারে না। নপুংশুকদের ন্যায় তাহার গলার আওয়াজ ঢিমা। এই সকল লক্ষণাবলী দ্বারাই শয়তানী ওহীকে সনাক্ত করিয়া লইবে। কিন্তু খোদা তা'লা বোবা, বধির ও নিরুপায়ের ন্যায় নহেন। তিনি শুনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়া থাকেন। তাঁহার কথায় উদ্দীপনা, প্রতাপ ও উচ্চস্বর থাকে। তাঁহার কথা প্রভাবশীল এবং প্রাঞ্জল হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের কথা ঢিমা, নারী সুলভ ও সন্দেহজনক হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রতাপ, উদ্দীপনা ও উচ্চস্বর থাকে না আর না তাহার কথা অনেকক্ষণ চলিতে পারে। সে শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। ইহার দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ্যমান থাকে কিন্তু খোদা কথায় ক্লান্তি থাকে না। ইহার মধ্যে সর্বপ্রকারের শক্তি থাকে। ইহার বড় বড় অদৃশ্য সম্পর্কিত বিষয়ের ও পরাক্রমশালী ওয়াদার সহিত সম্পৃক্ত থাকে। ইহা হইতে খোদায়ী প্রতাপা, পরাক্রম, কুদরত ও পবিত্রতার সুগন্ধ পাওয়া যায়। শয়তানের কথায় এই সকল বৈশিষ্ট্য থাকে না। উপরন্তু খোদা তা'লার কথায় এক শক্তিশালী প্রভাব সন্নিবেশিত থাকে। ইহা লোহার পেরেকের ন্যায় হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। ইহা হৃদয়ে এক পবিত্র প্রভাব সৃষ্টি করে এবং হৃদয়কে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে। ইহা যাহার উপর অবতীর্ণ হয় তাহাকে বীর যোদ্ধায় পরিণত করে। এমনকি যদি তাহাকে তীক্ষ্ণ তলোয়ার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, বা তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়, বা পৃথিবীতে সম্ভব এরূপ সব ধরণের কষ্ট তাহাকে দেওয়া হয়, এবং সব ধরণের অবমাননা ও লাঞ্ছনা তাহাকে করা হয়, বা তাহাকে অগ্নিকুন্ডে বসাইয়া দেওয়া হয়, বা পোড়াইয়া দেওয়া হয়, সে কখনো বলিবে না ইহা খোদার কথা নহে, যাহা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। কেননা, খোদা তাহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস দান করিয়া থাকেন এবং স্বীয় চেহারার প্রেমিক করিয়া দেন। সে তাহার প্রাণ, ইজ্জত ও ধন-সম্পদকে শুষ্ক তৃণের ন্যায় মনে করে। সে খোদার আঁচল ছাড়ে না। যদিও সারা বিশ্ব তাহাকে পায়ের নীচে পিষিয়া ফেলিতে চাহে, তথাপি সে (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসায়, বীরত্বে ও দৃঢ়চিত্ততায় দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু শয়তানের নিকট হইতে ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এই শক্তি থাকে ন। তাহারা ভীরু হইয়া থাকে। কেননা শয়তান ভীরু।

টীকা: প্রশ্ন হইতে পারে, শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কোন অদৃশ্যের সংবাদ থাকিতে পারে, কি পারে না। ইহার উত্তর এই যে, কুরআন শরীফ হইতে দেখা যায় শয়তানী স্বপ্নে বা ইলহামে কখনো কখনো অদৃশ্যের সংবাদ তো থাকিতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে ৩ লক্ষণ থাকে। প্রথমতঃ ঐ অদৃশ্যের সংবাদ কোন শক্তিশালী অদৃশ্যের সংবাদ হয় না, যেমন খোদার কালামে এই ধরণের অদৃশ্যের সংবাদ থাকে যে, অমুক ব্যক্তি দুষ্টামী হইতে বিরত হয় না; আমি তাহাকে ধ্বংস করিব। অমুক ব্যাক্তি সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে; আমি তাহাকে সম্মান দান করিব। আমি আমার নবীর সমর্থনে অমুক অমুক নিদর্শন প্রকাশ করিব এবং কেহই তাহাদের মোকাবিলা করিতে পারিবে না। আমি অস্বীকারকারীদিগকে অমুক শাস্তি দিব এবং বিশ্বাসীদিগকে এই ধরণের বিজয় দিব এবং সাহায্য করিব। এইগুলি শক্তিশালী অদৃশ্যের সংবাদ যাহাদের মধ্য ক্ষমতার শক্তি নিহিত আছে। শয়তান এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পরিবে না। দ্বিতীয়তঃ শয়তানী স্বপ্ন বা ইলহাম কৃপণের ন্যায় হইয়া থাাকে। ইহাতে বিপুল পরিমাণে অদৃশ্যের সংবাদ থাকে না এবং রহমানী ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তির মোকাবিলায় এইরূপ ব্যক্তি পলায়ন করে। কেননা, রহমানী ইলহাম প্রাপকের মোকাবিলায় তাহার অদৃশ্যের সংবাদ যৎসামান্য হইয়া থাকে, যেমন সমুদ্রের পানির তুলনায় এক ফোটা। তৃতীয়তঃ অধিকাংশ সময় ইহাতে মিথ্যার প্রাধান্য থাকে। কিন্তু রহমানি স্বপ্ন বা ইলহামের মধ্যে সত্যের প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ সমস্ত ইলহাম পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, রহমানী ইলহামের অধিকাংশ সত্য হয় এবং শয়তানী ইলহামে ইহার বিপরীতটি হয়। খোদার পক্ষ হইতে প্রাপ্ত স্বপ্ন অস্পষ্টভাবে হইয়া থাকে, বা বুঝার ভুলের দরুন কোন ভ্রান্তি ঘটিয়া যায় এবং অজ্ঞ ও নির্বোধেরা

এরপর দুইয়ের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)- এর ডেনমার্ক যাত্রা, মে ২০১৬

এর পর ডেনিশ পিপলস্ পার্টির সদস্য সম্মানীয় ইয়েন মিসমেন সাহেবা নিজের ভাষণে বলেন:

আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকল পুরুষ ও মহিলা এবং সম্মানীয় হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ! আজ আমি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন কথা বলব। আমি এখানে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে যারপরনায় আনন্দিত। ডেনিশ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে এবং ডেনিশ পিপল্স পার্টির সদস্য হিসেবে জামাতের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে আমি সম্মানের বিষয় মনে করি।

তিনি বলেন, আমি যখন যুবক ছিলাম তখন ডেনমার্কে মুসলমান ছিল না এবং খুব কমই এখানে কোন ভিনদেশীকে দেখা যেত। ১৯৭১ সালে ডেনিশ এয়ারলাইনসে আমি যোগ দিই। সেই সময় এজিপ্ট এয়ার লাইনসের কাছে জাহাজের ঘাটতি ছিল, যে কারণে তারা আমাদের জাহাজ ব্যবহার করত। সেই সময় আমি কাহেরায় অবস্থান করতাম এবং সেখানে মিশরের মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনশৈলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। আমি এহরামে মিশর থেকে কয়েক শ' মিটার দূরেই একটি হোটেলে অবস্থান করতাম যেখানে আমার সঙ্গে অনেক ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। সেখান থেকে অনেকগুলি জাহাজ হজ যাত্রীদেরকে নিয়ে যেত। আনন্দে আত্মহারা সেই সব মুসলমানরা শুভ্র পোশাক পরিহিত থাকত। আমার স্মরণে আছে যে, যখন জাহাজ যাত্রা শুরু করতে যেত তখন এক ব্যক্তি দোয়া পড়ত এবং বাকী ১৭৮ জন যাত্রী তার সেই বাক্যগুলির পুণরাবৃত্তি করত। আমি প্রত্যহ এই দোয়া শুনতাম এবং কিছু কাল পরে আমিও সেই দোয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করি। ফ্লাইট এনাউন্সমেন্টে এই কথাগুলির পুণরাবৃত্তি করতে আমার অদ্ভুত লাগল, কিন্তু সকলের সেটি ভাল লাগল। আমি যে বাক্যের পুণরাবৃত্তি করতাম সেটি হল-লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা, লাব্বায়েকা লা শারিকা লাকা লাব্বায়েকা। ইন্নাল হামদো ওয়ান নিয়ামাতো লাকা ওয়াল মুলকু, লা শারিকা লাকা। সেই সময়টি খুবই ভাল ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। ডেনমার্কে এবং ইউরোপে অনেক মুসলমান এসেছে। আমি আশা করি আমরা সকলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যতা রেখে চলব। আমি আরও একবার আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানায় যে আপনারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করেছেন। হুযুর আনোয়ার এবং আপনারা যারা এখানে এসেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ।

* এর পর দ্যা অল্টারনেটিভ পর্টির এক সদস্য যিনি হলেন পার্লামেন্টের সম্মানীয় সদস্য জোসেফাইন ফক। তিনি নিজের ভাষণে বলেন: হুযুর আনোয়া এবং অন্যান্য সকল শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি হুযুরকে ডেনমার্কে স্বাগত জানাই। হুযুর আনোয়ার ১১ বছর পর আমাদের রাজধানীতে পদার্পণ করেছেন যা আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যে বিষয়।

তিনি বলেন: আমি মনে করি যে, বিভিন্ন ধর্ম, রাজনিতিক এবং সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে পরস্পর মত বিনিময় হওয়া একান্ত জরুরী। বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে জাতিগত, ধর্মীয়, রাজনিতিক দল এবং দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; বিশেষ করে দেশান্তরিত হয়ে আসা মানুষদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলির মোকাবিলা করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের সমাজের অন্যান্য সব সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আমি হুযুর আনোয়ার দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার, দেশ এবং ধর্মকে পৃথক রাখা এবং বাক স্বাধীনতার গুরুত্বকে তুলে ধরার লক্ষ্যে আপনার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমি অবগত আছি।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় ডেনমার্কেও একটি বিশাল সংখ্যক মুসলিম সম্প্রদায় বিদ্যমান যারা সমাজে নিজেদের ভুমিকা রাখে। রাজনিতিক হিসেবে ধর্মীয় এবং জাতিভিত্তিক সম্প্রদায় গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। ডেনমার্কে আসার জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আমি আরও একবার হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাই।

* His Excellency Mr Bertel Haarder , Minister for Cultural Affairs and the Minister of Eccleciastical Affairs তিনি নিজের ভাষণে বলেন: সাংস্কৃতিক ও চার্চ মন্ত্রী হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা এবং হুযুর আনোয়ারের সম্মুখে নিজের মতামত প্রকাশ করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়।ডেনমার্কে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে পাস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করাও আমার দায়িত্বাবলীর মধ্যে একটি। ডেনমার্কে ১৬০টি বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ নথিভুক্ত রয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে। এদের মধ্যে অনেকগুলি সংগঠনেরই নিজস্ব স্কুল, কবরস্তান ইত্যাদি আছে। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে, এই সকলের মধ্যে আহমদীয়া জামাত একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী কেননা, এরা স্থানীয় সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিগত ৫০ বছর যাবৎ আপনারা আমাদের সঙ্গে শান্তিপুর্ণভাবে ডেনমার্কে বসবাস করছেন।

আমি আনন্দিত যে, হুযুর আনোয়ার এবং আপনার জামাত উন্মুক্ত হৃদয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং আপনারা সকলের জন্য ভালবাসার পক্ষে বিশ্বাসী। এই বার্তাটি বাহ্যতঃ ছোট মনে হলেও এটি কোনক্রমেই ছোট নয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা এবং আমার এখানে আগমণের উদ্দেশ্যও এটিই। আমি সমেত অনেক ব্যক্তি হুযুর আনোয়ার-এর শান্তি ও বাক স্বাধীনতা জন্য প্রচেষ্টাকে সালাম জানাতে এসেছি।

১৮৮৯ সালে আহমদীয়া জামাতের ভিত্তি প্রস্তর রচিত হয়। এই জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ছিলেন। তিনি কেবল মহানবী (সা.)-এর উত্তরাধিকারীই ছিলেন না বরং মসীহ মওউদও ছিলেন, যাঁর জন্য মো'মিনীনরা প্রতীক্ষায় ছিলেন। জামাত আহমদীয়ার মতবাদ হল জিহাদ ঝগড়া-বিবাদের নাম নয় বরং প্রকৃত জিহাদ ভালবাসার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বর্তমানে ডেনমার্কে ১৬০টি চিন্তাধারার গ্রুপ রয়েছে এবং আমি একথা প্রকাশ করতে গর্ব বোধ করি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত তাদের মধ্যে শান্তি ও ভালবাসার বিকাশ ঘটাতে এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে রয়েছে। আমি এই কারণে জামাত আহমদদীয়াকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা এমনটিই চাই যেখানে বর্তমানের জটিল পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে । বিশেষ করে এই কারণে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশ হামলাই ইসলামের নামে করা হচ্ছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, এখানে ইসলামের যে শিক্ষা উপস্থাপন করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই কারণে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।

অতিথিদের ভাষণের পর ৬টা ৫০ মিনিটে হুযুর আনোয়ার উপস্থিতবর্গের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় ভাষণ প্রদান করেনে।

ভাষণ

হুযুর আনোয়ার (আই.)

তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় সকল অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ও বরকাতুহু। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও আশিষ বর্ষিত হউক। আমি সর্বপ্রথমে সমস্ত অতিথিদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই যারা অনুগ্রহপূর্বক আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ স্বীকার করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: জামাত আহমদীয়া মুসলেমা ইসলামের একটি সম্প্রদায় যার উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা মানবমন্ডলীকে তার স্রষ্টা খোদায়ে আযযা ও জাল্-এর নিকটবর্তী করার প্রচেষ্টায় আছি। আমরা মানুষকে মানুষের অধিকার প্রদান, পারস্পরিক ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক এবং এর জন্য প্রচেষ্টারত আছি। আমরা আহমদী মুসলিমরা বিশ্বাস রাখি যে, জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রতিষ্ঠাতা হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী যার সম্পর্কে কুরআন এবং ইসলামের পয়গম্বর নবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কুরআন করীম এবং মহানবী (সা.) তাঁর সম্পর্কে কতিপয় লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যার দ্বারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ লাভ হওয়া নির্ধারিত ছিল। এবং আমাদের বিশ্বাস যে, এই সমস্ত লক্ষণাবলী আমাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সপক্ষে পূর্ণ হয়েছে। কতিপয় লক্ষণাবলীর সম্পর্ক মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ-এর যুগে সংঘটিত জাগতিক উন্নতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, মসীহ মওউদকে পৃথিবীতে সেই সময় প্রেরণ করা হবে যখন আধুনিক যোগাযোগের মাধ্যম এমন পর্যায়ে উন্নতি লাভ করবে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মানুষ একত্রিত হয়ে যাবে এবং যখন সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের স্থাপনা হবে। (ক্রমশঃ)

একের পাতার পর....

এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা মনে করে। এইগুলি কেবল পরীক্ষার জন্য হইয়া থাকে। কোন কোন খোদায়ী ভবিষ্যদ্বাণী সতর্কবাণী রূপে হইয়া থাকে, যাহাকে পিছাইয়া দেওয়া বৈধ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শয়তানী ইলহাম ফাসেক ও অপবিত্র ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রাখে। কিন্তু রহমানি ইলহাম বিপুল পরিমাণে কেবল ঐ সকল লোকের নিকট হইয়া থাকে যাহারা পবিত্র অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং খোদা তা'লার প্রেমে বিলীন হইয়া যায়।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা-১৪২-১৪৪)

জুমআর খুতবা

রোযা আবশ্যক করা এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও তা আবশ্যক ছিল বরং তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা পাপ এড়িয়ে চলতে পার ।

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের বা তরবিয়তের এই এক মাস দিয়েছেন। এতে নিজের তাকওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাকওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে,তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপেরও ক্ষমা হবে।

আজ এখানে নামধারী আলেমরা ধর্মের নামে মুসলমানদের দিয়ে এমন কাজ করাচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী এবং তাকওয়া বিবর্জিত। এদিক থেকে আহমদীরা পরম সৌভাগ্যবান যে, তারা যুগ ইমাম এবং রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিককে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছে যিনি আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তাকওয়া কি আর তাকওয়া কোন কোন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে, জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কি প্রত্যাশা রাখেন এসব বিষয় বোঝা এবং জানার জন্য আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্বৃতি নির্বাচন করেছি যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো সেই পথের দিশারী কথা যা আমাদেরকে ঈমানে দৃঢ় করে, তাকওয়ায় উন্নত করে, আর তাকওয়া অর্জনের জন্য যেই তরবিয়ত এবং প্রশিক্ষনের মাস আমরা অতিবাহিত করছি তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর তাকওয়া বিষয়ক বিভিন্ন লেখনী এবং নির্দেশাবলীর উল্লেখ এবং সেগুলি উদ্ধৃত করে জামাতের সদস্যদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান।

যুক্তরাজ্যের কাউন্ট্রির মাননীয় আব্দুল হামীদ সাহেব মরহুমের স্ত্রী মাননীয়া তাহেরা হামীদ সাহেবার জানাযা হাযির এবং আটক জেলা নিবাসী মাননীয় শরীফ আহমদ সাহেবের পুত্র মাননীয় হামীদ আহমদ সাহেবের শাহাদত বরণ। শহীদ মরহুমের সদগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১০ ই জুন, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৩ এহসান,১৩৯৫ হিজরী শামসী)**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

(সূরা আল্-বাকারা: ১৮৪)

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআন থেকে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ তোমাদের জন্য রোযা সেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এমন একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা আমাদের ইহকাল এবং পরকালকে সুনিশ্চিত করে, আর সেই বিষয়টি হলো لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ । সুতরাং রোযা আবশ্যক করা এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও তা আবশ্যক ছিল বরং তোমাদের তাকওয়া অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে রোযা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা পাপ এড়িয়ে চলতে পার ।

রোযা কি? রোযা হলো আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এক মাস সেই সব বৈধ কার্যকলাপ থেকেও নিজেকে বিরত রাখা যার সাধারণ অবস্থায় অনুমতি রয়েছে। সুতরাং এই মাসে মানুষ যখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য বৈধ কার্যকলাপ থেকেও বিরত থাকার চেষ্টা করে তখন তো এটি ভাবাই যায় না যে, সে অবৈধ কার্যকলাপ এবং পাপে লিপ্ত হবে। কেউ যদি এই চেতনা এবং প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে রোযা না রাখে যে, আমি খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে এই দিনগুলো অতিবাহিত করব এবং প্রত্যেক সেই কথা থেকে বিরত থাকব যা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন আর প্রত্যেক সেই কাজ করব যা করার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন, যদি এই চেতনা এবং এই প্রেরণা দৃষ্টিতে না থাকে,সবসময় আমাদের সামনে না থাকে, আর এ অনুসারে যদি জীবন যাপনের চেষ্টা না করা হয় তাহলে এই রোযা অর্থহীন। মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদেরকে কেবল ক্ষুধার্ত রাখার আল্লাহ্ তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী কিতাবুস সিয়াম)

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের উন্নতি করা। আল্লাহ্ তা'লা প্রশিক্ষণের বা তরবিয়তের এই এক মাস দিয়েছেন। এতে নিজের তাকওয়ার মানকে উন্নত কর। এই তাকওয়া তোমাদের পুণ্যের মানকে উন্নত করবে,তোমাদেরকে স্থায়ী পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবে, খোদার নৈকট্যও দান করবে আর একই সাথে অতীতের পাপেরও ক্ষমা হবে।

মহানবী (সা.) একবার বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে রমযানের রোযা রাখে এবং আত্মসংশোধনের চেতনা নিয়ে রাখে তার অতীতের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (বুখারী কিতাবুস সিয়াম)

এখন অতীতের পাপ যদি মোচন হয় বা ক্ষমা করে দেওয়া হয় আর তাকওয়া অবলম্বনের পর মানুষ যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে এমন মানুষ অবশ্যই রমযান অতিবাহিত করার যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে বরং জীবনের উদ্দেশ্যও সে অর্জন করেছে। তাকওয়ার উপকারিতা এবং কল্যাণ যা পবিত্রকুরআনে উল্লেখিত আছে তার মাঝে একটি উপকারিতা যা আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং উল্লেখ করেছেন তা হলো فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (সূরা আল্-মায়েদা: ১০১) অর্থাৎ হে বুদ্ধিমানরা! খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। সুতরাং কে এমন আছে যে সাফল্য চায় না? ইহজাগতিক সাফল্য এখানেই থেকে যাবে। সেটিই যা এই পৃথিবীতেও সফলতা এবং পরকালেও সফলতা হল প্রকৃত সফলতা । আল্লাহ্ তা'লা বলেন যদি তোমরা বুদ্ধিমান হয়ে থাক তাহলে শোন! তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সফলতা লাভ হতে পারে। আজ এখানে নামধারী আলেমরা ধর্মের নামে মুসলমানদের দিয়ে এমন কাজ করাচ্ছে যা সম্পূর্ণভাবে খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী এবং তাকওয়া বিবর্জিত। এদিক থেকে আহমদীরা পরম সৌভাগ্যবান যে, তারা যুগ ইমাম এবং রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিককে মানার সৌভাগ্য লাভ করেছে যিনি আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষার প্রতিটি সূক্ষ্ম দিক সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

তাকওয়া কি আর তাকওয়া কোন কোন বিষয়ের মাধ্যমে অর্জিত

হতে পারে, জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের কাছে এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কি প্রত্যাশা রাখেন এসব বিষয় বোঝা এবং জানার জন্য আজ আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্বৃতি নির্বাচন করেছি যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। এগুলো সেই পথের দিশারী কথা যা আমাদেরকে ঈমানে দৃঢ় করে, তাকওয়ায় উন্নত করে, আর তাকওয়া অর্জনের জন্য যেই তরবিয়ত এবং প্রশিক্ষনের মাস আমরা অতিবাহিত করছি তার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"তাকওয়া কোন সামান্য বিষয় নয়। এর মাধ্যমে সেই সব শয়তানের মোকাবেলা করতে হয় যারা মানুষের প্রতিটি অভ্যন্তরীন শক্তি ওপর ছেয়ে আছে। এসব শক্তি নফসে আম্মারা অর্থাৎ অবাধ্য প্রবৃত্তির রূপে মানুষের ভিতর এক শয়তান রয়েছে (অর্থাৎ পাপে প্ররোচনা দাতা যেসমস্ত শক্তি রয়েছে বা যে সমস্ত চিন্তাধারা মানুষকে পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য থেকে বিরত রাখে তা-ই মানুষের অভ্যন্তরীন শয়তান)। তিনি বলেন, "এসব শক্তি এবং বৃত্তির যদি সংশোধন না হয়" (অর্থাৎ তোমাদের মাঝে অবাধ্য প্রবৃত্তি রূপী যে শয়তান রয়েছে যদি এসবের সংশোধন না কর বা এর যদি সংশোধন না হয় তাহলে কি পরিণতি ঘটবে?) "এর ফলে তা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। তিনি বলেন, জ্ঞান এবং বুদ্ধির অপব্যবহারের ফলে মানুষ শয়তান হয়ে যায়।" জ্ঞান খুব ভালো জিনিস। (মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে অনেক মহান কাজ করতে পারে। কিন্তু যদি এই জ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধি যা নিয়ে মানুষ অহংকার আরম্ভ করে, এগুলোকে যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করে অথবা পুণ্যের মোকাবেলায় বা প্রতিদ্বন্দিতায় যদি এসবকে দাঁড় করায় তাহলে তা শয়তান হয়ে যায়।) তিনি বলেন, মুত্তাকী বা খোদাভীরু মানুষের কাজ হলো এগুলোকে এবং এমন অন্যান্য শক্তিবৃত্তিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলা।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩)

মুত্তাকি কে এবং এমন অবস্থায় তাদের করণীয় কী? জ্ঞান,বুদ্ধি এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ্য যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন তা যথাযথ স্থানে ব্যবহার করা হলো সত্যিকার মুত্তাকির কাজ। নতুবা যদি সঠিক স্থানে ব্যবহার না হয় তাহলে এসব বিষয়ই মানুষের ক্ষতি করে, আল্লাহ্ থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং শয়তানের নিকটতর করে।

অপর এক স্থানে তিনি বলেন, "তাকওয়ার বিষয়টি অতীব সূক্ষ্ম, তা অর্জনের চেষ্টা কর। আল্লাহ্র মাহাত্মকে হৃদয়ে স্থান দাও। যার কাজে বা কর্মে সামান্যতম লোক দেখানোর উপকরণ থাকে আল্লাহ্ তা'লা তার কর্মকে তার মুখেই ছুড়ে মারেন।" (কোন কাজে বা কর্মে যেন লোকদেখানো ভাব বা কৃত্রিমতা না থাকে। যদি তা হয় তাহলে সেই কাজ আল্লাহ্র জন্য হয় না। সেটি ইবাদত হোক বা কুরআন তিলাওয়াতই হোক বা রোযা হোক বা অন্য কোন পুণ্যই হোক না কেন।" তিনি বলেন, "মুত্তাকী হওয়া কঠিন বিষয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যদি তোমাকে কেউ বলে যে, তুমি কলম চুরি করেছ তাহলে তুমি রাগ কেন কর? (কেউ যদি বলে যে, আমার কলম এখানে পড়েছিল, তুমি তা চুরি করেছ, তখন এটি শুনে তুমি ক্ষিপ্ত হও কেন?) তোমার অন্যায় থেকে বিরত থাকা সম্পূর্ণভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। (যদি তাকওয়া থাকে, পুণ্য থাকে, তাহলে রাগ বা ক্রোধ থেকে আল্লাহ্র খাতিরে বিরত থাকা উচিত। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে আমিত্বের দাসত্ব করো না বরং তোমার আমল বা কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির অধীনস্ত কর।) তিনি বলেন, রাগার কারণ হলো তুমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নও অর্থাৎ তোমার আসল উদ্দেশ্য খোদার সন্তুষ্টি ছিল না বরং তুমি তোমার অহমিকার দাসত্ব করছ। যতক্ষণ মানুষের জীবনে অগণিত মৃত্যু না আসবে সে মুত্তাকী হতে পারে না। তিনি বলেন, মু'জিযা বা নিদর্শন এবং ইলহামও তাকওয়ারই বিভিন্ন শাখা প্রশাখা। আসল বিষয় হলো তাকওয়া। কেউ যদি বলে যে, আমার প্রতি ইলহাম হয়, আমি নিদর্শন দেখিয়ে থাকি, তাহলে তাকওয়ার কারণে তা একটি আনুষঙ্গিক দিক। আসল বিষয় হলো তাকওয়া। তাই ইলহাম এবং রুইয়্যার পিছনে ছুটবে না বরং তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা কর। যে মুত্তাকী হয়ে থাকে তার ইলহামই সঠিক। যদি তাকওয়া বা খোদাভীতি না থাকে তাহলে ইলহামও নির্ভরযোগ্য নয়, এতে শয়তানের ভূমিকা থাকতে পারে। কেউ ইলহাম লাভ করে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার তাকওয়া যাচাই করো না। এটি মনে করো না যে, সে বড় নেক, বড় মুত্তাকী, দিব্য-দর্শন প্রত্যক্ষ করে- এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে না বরং তার ইলহামকে তার তাকওয়ার মাপকাঠিতে যাচাই করবে। সেসব ইলহাম সঠিক বা সত্য কিনা তা যাচাই করতে হলে দেখ তার মাঝে তাকওয়া আছে কিনা। অনেক বিষয় ছোট ছোট হয়ে থাকে। তিনি একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যে, কেউ যদি বলে, তুমি আমার এই জিনিস চুরি করেছ, এটি শুনে রেগে যাওয়া, ক্ষেপে যাওয়া, নিজের অধিকারের জন্য অন্যের ক্ষতি করা সঠিক নয়, এই বিষয়গুলো মেনে চলা হলো তাকওয়া। যদি এসব না থাকে তাহলে কেউ লক্ষ বারও বলুক না কেন যে, আমি সত্য স্বপ্ন দেখি, আমার দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা আছে,এই কথাগুলো সবই ভ্রান্ত এবং মিথ্যা। চতুর্দিক দিক থেকে চোখ বন্ধ করে তাকওয়ার মাইল ফলক অতিক্রম কর। নবীদের আদর্শ অনুকরণ কর। যত নবী এসেছেন সবার উদ্দেশ্য একটিই ছিল, আর তাহলো তাকওয়ার পথ দেখানো এবং শেখানো। 'ইন আওলিয়াউহু ইল্লাল মুত্তাকুন' (সূরা আল্-আনফাল: ৩৫)। কিন্তু কুরআন শরীফ তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথের দিশা দিয়েছে। নবীর পরাকাষ্ঠা উম্মতের পরাকাষ্ঠার দাবি রাখে। মহানবী (সা.) যেহেতু খাতামান্নাবিঈন ছিলেন তাই তাঁর পবিত্র সত্তায় নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা পরম মার্গে উপনীত হয়েছে। নবুয়্যতের পরাকাষ্ঠা পরম রূপ ধারণ করার পরেই নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। যে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় এবং অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায় তার জন্য আবশ্যক হবে নিজের জীবনকে অলৌকিক করে তোলা।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০১-৩০২)

অতএব এই বিপ্লব আমাদের মাঝে আনয়ন করতে হবে। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী এবং তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে থাকি তাহলে তিনিই আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ, তাঁর উত্তম আদর্শ অনুকরণ করা উচিত। আর এর জন্য আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক আবশ্যক এবং প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।

সকল পুণ্যের মূল হলো তাকওয়া, এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি পুণরায় বলেন, "তাকওয়া অবলম্বন কর। তাকওয়া সব কিছুর মূল। তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পাপের উৎস থেকে এড়িয়ে চলা।পাপে পর্যবসিত হতে পারে এমন সন্দেহপূর্ণ বিষয়কেও এড়িয়ে চলার নাম হল তাকওয়া। (কেবল বাহ্যিক পাপ নয় বরং যদি সন্দেহ থাকে যে, এটি পাপে পর্যবসিত হতে পারে তাহলে তাও এড়িয়ে চল।) তিনি বলেন, "হৃদয়ের দৃষ্টান্ত হলো একটি বড় নদীর মতো যা থেকে ছোট ছোট খাল বা নহর উৎসারিত হয়। (ভারত এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাবে ছোট নহরকে আঞ্চলিক ভাষায় 'সূয়া' বা 'রাজবাহা' বলা হয়।) তিনি বলেন,"হৃদয়ের নহর থেকেও ছোট ছোট নালা প্রবাহিত হয় যেমন জিহ্বা, হাত ইত্যাদি । আর সেই সমস্ত কাজ যার প্রভাব হৃদয়ের ওপর পড়ে থাকে। ছোট নহর বা নালার পানি যদি নোংরা এবং ময়লা হয় তাহলে অনুমান করা হয় যে, বড় নহরের পানিও দূষিত। সুতরাং যদি দেখ যে, কারো জিহ্বা বা হাত অথবা পায়ের কোন অঙ্গ পবিত্র তাহলে ধরে নিতে পার যে, তার হৃদয়ও তদনুরূপ।"(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা-৩২১) যদি কারো মুখ নোংরা হয় আর রোযা রাখা সত্ত্বেও ঝগড়াবিবাদ এবং গালমন্দ থেকে বিরত না হয় বা তার হাতে যদি অন্যায় কাজ সাধিত হয় তাহলে ধরে নিতে পার যে, তার হৃদয়ও পরিচ্ছন্ন নয় এবং সে তাকওয়া থেকে দূরে।

জীবন দীনহীনভাবে অতিবাহিত করা উচিত এহি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "তাকওয়াশীলদের জন্য শর্ত হলো তারা যেন নিজেদের জীবন দীনহীনভাবে অতিবাহিত করে। এটি তাকওয়ারই একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদের অনর্থক রাগ এবং ক্রোধের মোকাবেলা করতে হবে। রাগ এবং ক্রোধ যদি সঠিক এবং যথা স্থানে প্রকাশ করা হয় তাহলে তা বৈধ কিন্তু অবৈধ রাগ এবং ক্রোধ, ছোট ছোট বিষয়ে রাগ ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাক। বড় বড় তত্ত্বজ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য শেষ ও কঠিন গন্তব্য হলো ক্রোধ এবং রাগ এড়িয়ে চলা। আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করা। আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভরিতা রাগ থেকেই উদ্ভূত হয়। অনুরূপভাবে কখনো ক্রোধ আত্মশ্লাঘা এবং আত্মম্ভারিতায় পর্যবসিত হয়। (আর রাগও এজন্য হয় যে, মানুষের মাঝে অহংকার রয়েছে,নিজেকে মনে করে যে আমি কিছু হয়ে বসেছি এবং বিনয়ের অভাব। আজ পরিবার থেকে আরম্ভ করে উচ্চ স্তরে এই রাগই নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে।) তিনি বলেন, "রাগ তখন হয় যখন মানুষ নিজেকে অন্যের ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি চাই না যে, আমার জামাতের সদস্যরা পরস্পর একে অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় বা ছোট মনে করবে বা একে অন্যের ওপর গর্ব করবে বা অন্যদের তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখবে। আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্য করা বৈ কি। যার মাঝে এই অভ্যাস রয়েছে তার এই আশঙ্কা রয়েছে যে, বীজের মতো অঙ্কুরিত হয়ে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। কাউকে যদি তুচ্ছ মনে কর, ছোট বা হেয় মনে কর, কাউকে যদি হাসি-ঠাট্টা কর এবং হেয় দৃষ্টিতে দেখ এই বিষয়গুলো তাচ্ছিল্য বৈ আর কি। আর এই বীজ যদি হৃদয়ে দানা বাঁধে তাহলে সেটি অঙ্কুরিত হয় এবং মহিরূহে পরিণত হয় আর মানুষকে ধ্বংস করে। তিনি বলেন, এটি পরিহার কর। অনেকেই বড়দের সাথে সাক্ষাতে পরম বিনয় প্রদর্শন করে। কিন্তু মহৎ সেই যে দীনহীনদের কথাও দীনতার সাথে শুনে, তাদের মন জয় করে, তাদের কথাকে সম্মান করে এবং ব্যঙ্গ বা উপহাসমূলক কোন কথা উচ্চারণ করে না যার ফলে কেউ দুঃখ

পেতে পারে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(সূরা আল্-হুজুরাত: ১২)।

তিনি বলেন, তোমরা পরস্পরের বিদ্রুপাত্মক নাম রাখবে না। এটি দুরাচারী, অনাচারী এবং পাপাচারীদেরই কাজ। কারো ব্যঙ্গাত্মক বা উপহাসমূলক কোন নাম রাখা এমন কাজ তারা করে যারা ধর্ম থেকে বিচ্যুত, সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত। ('ফাজের' তারা যারা সঠিক পথ ছেড়ে দেয়। মিথ্যাবাদী, পাপাচারী এবং দুশ্চরিত্র,আনুগত্যের গন্ডি থেকে বহিস্কৃত, এমন মানুষকেই ফাজের বলা হয়।) এটিই হল দুশ্চরিত্রদের কাজ। যে ব্যক্তি কারো এমন ব্যঙ্গাত্মক নাম রাখে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ স্বয়ং এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়। ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে কোরো না। সবাই যখন একই প্রস্রবণ থেকে পান করছ তখন কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি রয়েছে। কোন জাগতিক নীতির ভিত্তিতে কেউ সম্মানিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে বড় সেই যে মুত্তাকী।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (সূরা আল্-হুজুরাত: ১৪)।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৬)

মুত্তাকী কে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে মুত্তাকী সেই যে নম্রতা এবং দীনতা সহকারে জীবন যাপন করে। সে অহংকারমূলক কথা বলে না। তাদের আলোচনা এমন হয় যেভাবে কোন ছোট বা কম বয়স্ক ব্যক্তি জৈষ্ঠদের সাথে কথা বলে। (মুত্তাকী কে? মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে এক বালক বয়স্ক ব্যক্তির সাথে বা দরিদ্র যেভাবে ধনীর সাথে কথা বলে তারাও সেভাবে কথা বলে। বড় এবং ধনী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা পরম বিনয়ের সাথে কথা বলে।) তিনি বলেন, "আমাদের সর্বাবস্থায় সেই কাজ করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা কারোর জন্য ঠেকাদার নন। তিনি তাকওয়া চান। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে মহান মর্যাদায় উপনীত হবে। রসূলে করীম (সা.) বা হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেউই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্মান লাভ করেন নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ্ পৌত্তলিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি তো নবুয়্যত দিয়ে যান নি। এটি খোদার কৃপা ছিল সেই সকল নিষ্ঠার কারণে যা তার প্রকৃতির অংশ ছিল। এটিই ফযল এবং কৃপাকে আকর্ষন করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যিনি নবীকূলের পিতা ছিলেন তিনি তার নিষ্ঠা এবং তাকওয়ার কল্যাণেই পুত্রকে উৎস্বর্গ করতে দ্বিধা করেন নি, এবং নিজেও আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। আমাদের নেতা এবং মনীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখুন, তিনি (সা.) সকল প্রকার নোংরা ও অপবিত্র প্রবৃত্তির মোকাবেলা করেছেন, বিভিন্ন প্রকার সমস্যা এবং কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করেন নি। এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার কারণেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেছেন।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭)

সুতরাং এটিই সেইমহান আদর্শ যা আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

সত্যিকার জ্ঞান ও অন্তঃদৃষ্টি কিভাবে অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে তিনি বলেন, "প্রকৃত জ্ঞান ও অন্তঃদৃষ্টি খোদার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা ছাড়া অর্জন হওয়া সম্ভবই নয়। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, মু'মিনের অন্তঃদৃষ্টিকে ভয় কর কেননা সে খোদা তা'লার জ্যোতিতে দেখে। যতক্ষণ তাকওয়া না থাকবে ততক্ষণ সত্যিকার অন্তঃদৃষ্টি এবং জ্ঞান অর্জন হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, যদি তোমরা সফল হতে চাও তাহলে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ কর, চিন্তা কর। চিন্তা এবং প্রণিধানের ওপর পবিত্র কুরআনে বারবার তাকিদী নির্দেশ রয়েছে। (একদিকে কোন ব্যক্তি যদি নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে ভ্রান্তভাবে ব্যবহার করে তাহলে তা তার জন্য ধ্বংস ডেকে আনে, অপর দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, বিবেক খাটাও, বুদ্ধি খাটাও জ্ঞানকে কাজে লাগাও, চিন্তা ও প্রণিধান কর। তিনি এ সম্পর্কে বলেন যে, কুরআনে বারবার এ সম্পর্কে তাকিদী নির্দেশ রয়েছে। কুরআন এবং আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে চিন্তা কর, পড়, এর গুপ্ত ও প্রকাশিত বিষয়াদি জানার চেষ্টা কর, এর অনুবাদ পড়, তফসীর পড়। রমযান মাসে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, দরসও হয়, সেদিকে মনোযোগ দাও।) এবং পবিত্র ও মুত্তাকী প্রকৃতির অধিকারী হয়ে যাও। তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হয়ে যায় আর তোমরা যদি বিবেক বুদ্ধি খাটাও, তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথগুলো যদি অনুসরণ কর তাহলে এই উভয়ের যোগসূত্রের মাধ্যমে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবে যা হলো, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আলে ইমরান: ১৯২) তিনি বলেন, তোমাদের হৃদয় থেকে যখন এই দোয়া উদ্ভূত হবে তখন বুঝতে পারবে যে, এই সৃষ্টি বৃথা নয় বরং তা সত্যিকার স্রষ্টার সত্যতা এবং অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যেন ধর্মের জন্য সহায়ক বিভিন্ন জ্ঞান ও প্রযুক্তি সামনে আসে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-৬৬)

একদিকে জ্ঞান এবং বুদ্ধি আধুনিক যুগের লোকদেরকে খোদা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধিকে যদি কাজে লাগাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র সত্তাকে জানতে পারবে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন হবে। আজকাল মানুষ বলে যে, খোদা নেই। খোদাকে তারা এই কারণে দেখে না যে, তাদের ধর্মের চোখ অন্ধ। নিজেদের বুদ্ধি আর মেধাকে কেবল জাগতিক মাপকাঠিতে যাচাই করে, তাদের দৃষ্টি কেবল দুনিয়ার প্রতি এবং বস্তু জগতের প্রতি। তারা ধর্ম থেকে এই জন্য বিচ্যুত হয়েছে যে, তাদের ধর্ম সেকেলে এবং পুরোনো হয়ে গেছে। খোদার ঐশী দিক নির্দেশনা তাদের আর লাভ হয় না। তাই এ সম্পর্কে চিন্তা করা বা এই ক্ষেত্রে বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগানো তাদের জন্য সম্ভব নয়। আমাদের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন। তা চিরকালের জন্য জ্ঞান এবং এটি তত্ত্বের ভান্ডার। কুরআন সম্পর্কে চিন্তা এবং প্রণিধান মানুষকে তাকওয়ায় উন্নত করে, খোদার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ যখন তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করে তখন আল্লাহ্ তা'লাকে দেখতে পায়। তাকওয়া হলো খোদা দর্শনের আয়না। এরপর প্রণিধানকারী এবং তাকওয়ায় যারা উন্নতি করে তারা আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাকে পাহাড়ের শিখরেও দেখতে পায়, গভীর উপত্যাকায়ও দেখতে পায়, নদী এবং সমুদ্রেও দেখতে পায় আর চন্দ্র এবং সূর্যেও দেখতে পায়। বিশ্ব জগতের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রে আল্লাহ্‌র সত্তাকে তারা খুঁজে পায়। একজন প্রকৃত মু'মিন কেবল নিরস যুক্তি এবং দর্শনের অন্ধ অনুকরণ করে না বরং খোদার সাথে সম্পর্ক বন্ধন স্থাপন করে খোদার সত্তা থেকে সে জ্যোতিঃ লাভ করে। রোযার মাসে সেই জ্যোতির সন্ধান করাও আমাদের জন্য আবশ্যক কেননা রমযানের উদ্দেশ্য হলো জাগতিক বা বাহ্যিক খাবার কমিয়ে আধ্যাত্মিক খাবার সন্ধান করা, আর এই ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি করার চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করা উচিত, আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করা উচিত, নিজের শক্তি-বৃত্তিকে পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত। যদি শক্তি, বৃত্তি এবং সামর্থ্যের সঠিক ব্যবহার করতে হয় তাহলে এসবকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন কর। আর এটিই সেই তাকওয়া যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে চান।

পুনরায় তিনি বলেন, যদি জামাতভুক্ত হয়ে থাক, ইসলামের সেবা যদি করতে চাও তাহলে প্রথমে স্বয়ং তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন কর। শুধু কথার খৈ ফুটিয়ে ইসলামের সেবা সম্ভব নয় বরং আমাদের তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, "আমি পুনরায় প্রকৃত বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি অর্থাৎ صَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (সূরা আলে ইমরান: ২০১)। যেভাবে শত্রুর মোকাবেলায় সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা থাকা আবশ্যক হয়ে থাকে যেন শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে অনুরূপভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক। صَابِرُوْا وَرَابِطُوْا -র তফসীরে তিনি এসব কথা বলেন। সীমান্তে ঘোড়া বাঁধা হয় শত্রু থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সৈন্য দাঁড় করানো হয় যেন শত্রু তোমাদের সীমান্তে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপভাবে তোমরাও সৈনিকদের মত প্রস্তুত থাক যেন কোথাও শত্রু সীমান্ত অতিক্রম করে ইসলামের ক্ষতি করতে না পারে। তিনি বলেন, আমি পূর্বেও বলেছি, যদি ইসলামের সমর্থন এবং সেবা করতে চাও তাহলে প্রথমে নিজে তাকওয়া অবলম্বন কর আর পবিত্র হও যার কল্যাণে তোমরা খোদা তা'লার আশ্রয়ের দুর্ভেদ্য দূর্গে আসতে পারবে এবং এর ফলে তোমরা সেবার সেই সম্মান এবং যোগ্যতা লাভ করবে যার মাধ্যমে তোমরা খোদা তা'লার নিরপত্তার দুর্ভেদ্য দূর্গে স্থান পাবে এবং একই সাথে তোমরা এই খিদমতের সম্মান এবং যোগ্যতাও লাভ করবে। খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান পেলে ইসলামের হিফাজতের বা খিদমতের যে সম্মান রয়েছে তাও তোমরা লাভ করবে এবং তোমাদের অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে কেননা তোমরা নিজেদের সংশোধন করেছ এবং তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছ। তিনি বলেন, তোমরা দেখছ যে, জাগতিক দিক থেকে মুসলমানরা কত দুর্বল হয়ে পড়েছে, বিভিন্ন জাতি তাদেরকে ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। তোমাদের অভ্যন্তরীন শক্তিও যদি হারিয়ে যায় বা দুর্বল হয়ে যায় তাহলে ধ্বংস নিশ্চিত বলে ধরে নিতে পার। তোমরা নিজেদের হৃদয়কে এমনভাবে পবিত্র কর যেন পবিত্র শক্তি তাতে ধাবিত হয় এবং সীমান্তে বাঁধা ঘোড়ার মত তা বলিষ্ঠ রক্ষী হয়ে ওঠে। আল্লাহ্ তা'লার ফযল সব সময় মুত্তাকী এবং সরল প্রাণ লোকদের সাথে হয়ে থাকে। নিজেদের চরিত্র এবং রীতি-নীতি এমন করো না যার ফলে ইসলামের সুনাম হানির আশঙ্কা থাকে। দুরাচার এবং ঐ সমস্ত মুসলমান যারা ইসলামী শিক্ষা অনুসরণ করে না তাদের ফলে ইসলামের দুর্নাম হয়। কোন মুসলমান যদি মদ্যপান করে তবে সে যত্রতত্র বমি করে বেড়ায়। পাগড়ী গলায় জড়ানো থাকে, আর সে গর্ত এবং নোংরা নর্দমায় পড়তে থাকে। তার ওপর পুলিশের জুতো পড়ে। হিন্দু এবং খ্রিষ্টানরা এই দৃশ্য দেখে হাসে। আর তার এমন শরীয়ত পরিপন্থি

কাজ কেবল তারই হাসি-ঠাট্টার কারণ হয় না বরং পর্দার অন্তরালে এর প্রভাব পড়ে ইসলামের ওপর,এর মাধ্যমে ইসলামের দুর্নাম হয় ।" (এখানে ইসলামের দুর্নামের কথা বলা হচ্ছে)

আজকাল কয়েকটি সন্ত্রাসী দল হলেও বা অপকর্মকারী ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য হলেও কেউ এই কথা বলে না যে, এদের সংখ্যা খুবই কম বরং তারা ইসলামকে দুর্নাম করে। ইসলামের নামে অপবাদ দেওয়া হয় যে, ইসলামের শিক্ষাই এমন। মুসলিম হিসেবে পরিচিত এমনকোন ব্যক্তির যে কোন আচার-আচরণ বিরোধীদেরকে অবশ্যই আঙ্গুল তোলার করার সুযোগ দেয়। তিনি বলেন, "এমন সংবাদ বা জেলখানার রিপোর্ট পড়ে আমি যারপরনায় মর্মাহত হই যখন দেখি যে, মুসলমানরা অপকর্মের কারণে এভাবে শাস্তির কবলে পড়েছে। আমার হৃদয় ব্যকুল হয়ে ওঠে যে, এরা যারা সোজা বা সত্য ধর্মের মান্যকারী তারা নিজেদের ভারসাম্যহীনতার কারণে শুধু নিজেদেরই দুর্নাম করে না বরং ইসলামকেও হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে। আমার কথার উদ্দেশ্য হলো তারা মুসলমান রূপে পরিচিত হয়েও এমন নিষিদ্ধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয় যা শুধু তাদেরকেই নয় বরং ইসলামকেও সন্দেহ যুক্ত করে তোলে। অতএব নিজেদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ এমনভাগে গড়ে তোল যেন অবিশ্বাসীরাও তোমাদের সমালোচনার কোন সুযোগ না পায়।" (প্রকৃত প্রস্তাবে যা ইসলামের ওপরই আক্রমণ রূপে বিবেচিত হয়।) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৭-৭৮)

এরপর তাকওয়ার অনুসঙ্গ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি বলেন, "তাকওয়ার বহু অনুসঙ্গ রয়েছে" (যেমন আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার অর্থাৎ নিজের প্রশংসা করা, নিজের প্রচার করা অবৈধ সম্পদ এবং দুষ্কর্ম ইত্যাদি এড়িয়ে চলা।) অহংকার, আত্মশ্লাঘা, আত্মম্ভরিতা, অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা। অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা হলো তাকওয়া। যে ব্যক্তি উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শন করে শত্রুও তার বন্ধু হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ (সূরা হা- মীম আস্ সাজদা: ৩৫)। একটু চিন্তা কর যে, এই হিদায়াত কোন পথের দিশা দেয়। এর পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো বিরোধীরা যদি গালিও দেয় তবুও প্রত্যুত্তরে গালি দেওয়া উচিত নয় বরং ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এর ফলাফল যা হবে তা হলো বিরোধীরা তোমার শ্রেষ্ঠত্বের অনুরক্ত হয়ে নিজেই লজ্জিত হবে এবং অনুশোচনা করবে। আর এই শাস্তি সেই শাস্তিরচেয়ে অনেক উত্তম হবে যা প্রতিশোধমূলক ভাবে তুমি তাকে দিতে পার। এমনিতে সামান্য ব্যক্তিও এমন হত্যার পদক্ষেপ পর্যন্ত নিতে পারে কিন্তু এটি মানবতা এবং তাকওয়ার দাবি নয়। নৈতিক সৌন্দর্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা চরম ক্ষতিকারী ব্যক্তির ওপরও প্রভাব ফেলে। কোন ব্যক্তি কতই না সুন্দর কথা বলেছেন যে, 'লুতফ্ কুন লুতফ্ কেহ্ বেগানাহ শুয়েদ হালকা বেগোশ'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮১)

অর্থাৎ মানুষের প্রতি সদয় হও যেন অপরিচিত ও বিজন যারা আছে তারাও যেন তোমার আপনজন হয়ে যায়। মানুষের পুণ্য এবং তাকওয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত, এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, " মানুষের পুণ্য এবং তাকওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত, আর পুণ্যের পথ অবলম্বন করা উচিত। তাহলেই কিছু হওয়া সম্ভব। اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (সূরা আর্-রা'দ: ১২)।

'আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতির অবস্থায় ততক্ষণ পরিবর্তন আনেন না যতক্ষণ সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে।' অনর্থক বাজে ধারণা পোষণ এবং তুল কালাম কাণ্ড করে বসা এটি একান্ত বাজে কাজ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো খোদার প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া। অপকর্ম, অন্যের অধিকার খর্ব করা থেকে বিরত থাকা। এটি প্রমাণিত সত্য যে, অনেক সময় একজন মাত্র ব্যক্তির অপকর্ম পুরো ঘর এবং পুরো শহরের ধ্বংসে পর্যবসিত হয়। পাপ পরিহার কর, কেননা তা ধ্বংস ডেকে আনে। যদি তোমাদের প্রতিবেশী কুধারণা পোষণ করে তাহলে তার কুধারণা দূরীভূত করার চেষ্টা কর এবং তাকে বোঝাও। মানুষ আর কত দিন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে? তিনি বলেন, হাদীসে আছে সমস্যা আসার পূর্বে যে দোয়া করা হয় সেটিই গৃহীত হয়। কেননা ভয়-ভীতির মুখে প্রত্যেক ব্যক্তিই দোয়া করতে পারে আর আল্লাহ্ মুখী হতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, শান্তির সময় দোয়া করা।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬২-২৬৩) অতএব এদিকেই আমাদের কর্ণপাত করা উচিত ।

পুনরায় তিনি বলেন, আসল কথা হলো তাকওয়ার প্রভাব এবং প্রতাপ অন্যদের ওপরও পড়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের কখনও ধ্বংস করেন না। আমি এক গ্রন্থে পড়েছি, হযরত শেখ আব্দুল কাদের সাহেব জিলানী (রাহ.), যিনি অনেক বড় একজন পুণ্যবান সত্তা ছিলেন, তিনি খুবই পবিত্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একদিন তিনি মা'কে বলেন যে, আমি দুনিয়ার প্রতি বিতশ্রদ্ধ কোন আধ্যাত্মিক নেতা সন্ধান করতে চাই যিনি আমাকে প্রশান্তি এবং আধ্যাত্মিকতার পথের দিশা দিবেন। মা যখন দেখলেন যে, সে এখন আর আমাদের কোন কাজের নয় তখন তার কথা গ্রহণ করেন আর বলেন যে, ঠিক আছে তোমাকে বিদায় দিচ্ছি, এই বলে তিনি ভিতরে যান আর ৮০টি মুদ্রা যা তিনি জমা করেছিলেন তা নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, শরীয়ত অনুসারে এই মুদ্রার ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা তোমার আর ৪০টি তোমার বড় ভাই-এর। তাই ৪০টি আশরাফী বা মুদ্রা প্রাপ্য অংশ হিসেবে আমি তোমাকে দিচ্ছি। এটি বলে সেই ৪০টি মুদ্রা তার বগলের নিচে কামিয বা জামায় শেলাই করে রেখে দেন আর বলেন যে, নিরাপদ স্থানে গিয়ে তা বের করে নিও এবং প্রয়োজনে খরচ কর। হযরত সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেব মাকে বলেন, আমি সফরে যাচ্ছি, আমাকে কোন নসীহত করুন। মা বলেন, হে আমার পুত্র! কখনও মিথ্যা বলবে না, এই হলো তোমার জন্য নসীহত, এটি সব সময় স্মরণ রাখবে, এর ফলে তুমি প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে। এই কথা শুনে তিনি বিদায় নেন। দৈবক্রমে তিনি যে জঙ্গল অতিক্রম করছিলেন সেই জঙ্গলে কিছু ডাকাত বা চোর থাকত যারা মুসাফিরদের লুট-পাট করত। দূর থেকে সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী সাহেবের ওপর তাদের চোখ পড়ে। কাছে এসে তারা এক কম্বল পরিহিত ফকিরকে দেখতে পেয়ে হাসি ঠাট্টার ছলে জিজ্ঞেস করে তার কাছে কিছু আছে কি না, তিনি মায়ের নসীহত শুনে এসেছিলেন যে, মিথ্যা বলবে না, তাই তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেন যে, হ্যাঁ, ৪০টি মুদ্রা আমার বগলের নিচে রয়েছে যা আমার মা থলির মত রশি দিয়ে অর্থাৎ আমার জেব বা পকেটের আকারে এখানে শেলাই করে দিয়েছেন। সেই চোর মনে করে যে, এ ঠাট্টা করছে। দ্বিতীয় চোর যখন জিজ্ঞেস করে তখন তাকেও তিনি একই উত্তর দেন। এক কথায় প্রত্যেক চোরকে একই উত্তর দেন। তারা তাকে তাদের নেতা বা বড় চোরের কাছে নিয়ে যায় যে, এ বার বার বলছে তার কাছে এতটি মুদ্রা আছে। তখন নেতা বলে যে, তার কাপড়ে খুঁজে দেখ, তল্লাশীর পর ৪০টি মুদ্রা পাওয়া যায়। তারা আশ্চর্য হয় যে, এ তো অদ্ভুত মানুষ, এমন মানুষ আমরা কখনও দেখি নি। তাদের নেতা অর্থাৎ চোরদের নেতা জিজ্ঞেস করে যে, এর কারণ কী যে, তুমি এইভাবে আমাদেরকে তোমার অর্থের সন্ধান দিলে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র ধর্মের সন্ধানে বা জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়েছি, যাত্রার সময় মা নসীহত করেছেন যে, কখনও মিথ্যা বলবে না। এটি আমার প্রথম পরীক্ষা ছিল তাই আমি কেন মিথ্যা বলব? এটি শুনে সেই চোরদের নেতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে যে, হায়! আমি একবারও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানলাম না, সে চোরদের সম্বোধন করে বলে যে, এই ব্যক্তির কথা এবং অবিচলতা আমার কার্যকলাপ সাঙ্গ করেছে, তোমাদের সাথে আমি আর থাকতে পারি না, আমি তাওবা করছি। তার এ কথা বলার পর বাকী চোররাও তাওবা করে।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৯-৮০)

অতএব এ কথা আত্মজিজ্ঞাসার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে। আমরাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এ জন্য মেনেছি যে, ধর্ম বিকার গ্রস্ত হয়েছে, বিকৃত হয়ে গেছে, ইসলামী সঠিক শিক্ষার ওপর কেউ প্রতিষ্ঠিত নয়, সেইশিক্ষা অনুসারে কেউ জীবন যাপন করছে না। যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষার ওপর চলতে হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান, আর এই কারণেই আমরা মেনেছি। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কি এরপর পাপ পরিত্যাগ করেছি? মিথ্যা এমন এক ব্যাধি যা বাহ্যত সামান্য বিষয় মনে হয় কিন্তু এটি অনেক বড় পাপ। এই ঘটনার মান দণ্ডে আমরা যদি যাচাই করি তাহলে অধিকাংশ মানুষ নিজেদেরকে এই পাপে লিপ্ত পাবে। সুতরাং বয়আত এবং তাকওয়ার দাবি হলো এই পাপ থেকে বিরত থাকা। এই সব দেশে যারা আসে তাদের অনেকেই এমন আছে যারা ধর্মীয় কারণে এসেছেন, ধর্মীয় কারণে বঞ্চিত হয়েছেন, স্বদেশে তাদের জন্য ধর্মের অনুসরণ সম্ভব ছিল না, স্বাধীনভাবে ধর্মমত প্রকাশের সুযোগ ছিল না, তাই আমাদের বিশেষ করে যারা পাশ্চাত্যে বসবাস করে তাদের অনেক বেশি সাবধান থাকা উচিত। আমাদের সামান্যতম কোন কাজও যেন এমন না হয় যা থেকে এমন কথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা এমন কোন কথা যেন মুখ থেকে বের না হয় যা মিথ্যা সাব্যস্ত হতে পারে বা কোন অন্যায় সুযোগ যেন আমরা না নিই, মিথ্যার মাধ্যমে বা মিথ্যার ভিত্তিতে কোন অন্যায় সুযোগ সুবিধা যেন আমরা না নিই। সুতরাং তাকওয়ার মাপকাঠিতে সবার আত্মসমালোচনা করা উচিত।

আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি-বৃত্তি কিভাবে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ব্যবহার করা উচিত বা করা যায় আর ন্যায়সঙ্গত ভাবে ব্যবহার করলেই মানুষের উন্নতি হয় এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আল্লাহ্তা'লা যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শক্তি-বৃত্তি দিয়েছেন তা নষ্ট করার জন্য দেন নি, সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং বৈধভাবে ব্যবহার করার মাঝে এর উন্নতি নিহিত। এগুলোর বৃদ্ধি, এগুলোকে কাজে লাগানো এবং সঠিক ও সুরক্ষিত রাখাই হলো এর বৈধ ব্যবহার। এ

কারণেই ইসলাম পুরুষত্ব নষ্ট করা বা চোখ উৎপাটনের শিক্ষা দেয়নি বরং এগুলোর বৈধ ব্যবহারকে আত্মশুদ্ধির কারণ আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْن (সূরা আল্-মু'মিনূন: ০২)। এরপর মুত্তাকীর জীবনচিত্র অংকন করে শেষের দিকে উপসংহার স্বরূপ বলেন- 'ওয়া উলায়েকা হুমুল মুফলেহুন' (সূরা আল্-মু'মিনূন: ১০৩) অর্থাৎ এমন মানুষ যারা তাকওয়ার পথে পদচারণা করে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায দোদুল্যমান হলে নামাযকে পুনরায় দণ্ডায়মান করে, খোদা প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে,যখন ইবাদত করে আর মনের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তার উদয় হয় তখন পুনরায় খোদার দিকে মনোযোগ দেয়, সেই সমস্ত চিন্তাধারাকে ঝেড়ে ফেলে, অনেক সময় নামাযের প্রতি মনোযোগ থাকে না যে, যথা সময়ে নামায পড়তে হবে, কিন্তু এরা আবার নিজেদের সংশোধন করে, সময় মত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, এমন মানুষই সফলকাম হয় এবং খোদা প্রদত্ত রিয্ক থেকে তারা খরচ করে। রিপুর তাড়না সত্ত্বেও কোন কিছু চিন্তা না করেই অতীত এবং বর্তমান গ্রন্থে ঈমান আনে। অবেশেষে সেই বিশ্বাসের পর্যায়ে তারা পৌঁছে যায়। অদৃশ্যে ঈমান থাকলে তারা বিশ্বাসে উপনীত হয়, এমন ঈমান সৃষ্টি হয় যা দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছায়। এমন মানুষই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা এমন এক পথে প্রতিষ্ঠিত যা চিরন্তন এগিয়ে চলেছে, যার মাধ্যমে মানুষ সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। এরাই সফল, যারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে আর পথের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাবে। সেকারণেই আল্লাহ্ তা'লা প্রারম্ভেই তাকওয়ার শিক্ষা দিয়ে এমন এক গ্রন্থ আমাদের দান করেছেন যাতে তাকওয়া সংক্রান্ত ওসীয়্যত এবং নসীহতও করেছেন। সুতরাং আমার জামাতের সদস্যদের হৃদয়ে সমস্ত জাগতিক চিন্তার চেয়ে এই চিন্তা অগ্রগণ্য হওয়া উচিত যে, তাদের মাঝে তাকওয়া আছে কি না। " (মালফুযাত, ১ম খণ্ড ,পৃষ্ঠা-৩৫)

এরপর খোদা ভীতি সম্পর্কে তিনি বলেন,

"খোদা ভীতি যাতে নিহিত তা হলো মানুষের এটি দেখা যে, তার কথা এবং কর্মে কতটা সামাঞ্জস্য রয়েছে। কথা কি বলছে আর কাজ কি করছে, কোন সামাঞ্জস্য আছে কি না। অর্থাৎ একটির সাথে অন্যটির সামাঞ্জস্য আছে কি না। যদি দেখে যে, তার কথা এবং কর্মের সামাঞ্জস্য নেই তাহলে সে নিশ্চিত হতে পারে যে, সে খোদার ক্রোধভাজন হবে। যে হৃদয় অপবিত্র তার কথা যতই পবিত্র হোক না কেন সে হৃদয় আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। (হৃদয় যদি নোংরা হয়, কর্ম যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে যত নেক কথাই আমরা বলি না কেন খোদার দৃষ্টিতে এর কোন মূল্য নেই) বরং খোদার ক্রোধকেই সে আমন্ত্রণ জানাবে।" (আল্লাহ্‌তা'লা সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন।) "সুতরাং আমার জামাতের জানা উচিত যে, তারা আমার কাছে বীজ গ্রহণের জন্য এক বীজতলা হয়ে এসেছে যার ফলে তারা এক ফলবাহী বৃক্ষে পরিণত হবে। তাই সবার নিজের জীবন সম্পর্কে ভাবা উচিত যে, তার ভেতর কেমন আর বাহিরে কেমন। যদি আমাদের জামাতও আল্লাহ্ না করুন এমন হয়ে থাকে যাদের মুখে কিছু আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু তাহলে এর পরিণাম শুভ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, এক জামাতের হৃদয় খালি আর মুখে বড় বড় দাবি করে তাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা পরবিমুখ । বদরে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সকল অর্থে বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন যে, বিজয় দান করব, কিন্তু তাসত্ত্বেও মহানবী (সা.) কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন যে, সকল অর্থে যেখানে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেখানে এত বিগলিত চিত্তে ক্রন্দনের প্রয়োজন কি? মহানবী (সা.) বলেন, খোদা তা'লা গনী বা কারোর মুখাপেক্ষী নন। হতে পারে খোদার প্রতিশ্রুতিতে কোন গোপন শর্ত আছে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১)

তাই আমাদের জন্য বড় ভয়ের বিষয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উন্নতি এবং বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই বিজয় যাত্রার অংশ হওয়ার জন্য আমাদের আত্মাজিজ্ঞাসার প্রয়োজন রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, "আমাদের জামাতের জন্য বিশেষভাবে তাক্বওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে বা তাঁর জামাতভুক্ত যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, যেন এমন মানুষ যারা কোন প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ বা শিরকে লিপ্ত ছিল বা যেমন জগৎ মুখিতাই লিপ্ত ছিল তা থেকে যেন মুক্তি পেতে পারে। (বিভিন্ন পুরনো ব্যধি ছিল কিন্তু এখন এমন এক ব্যক্তির প্রতি সম্পৃক্ত হয়েছে যিনি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন। আপনারা তাঁর সাথে সম্পর্কের দাবি করেছেন যেন এই সমস্ত বিষয়াদী এবং সমস্যাবলী থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন।) তিনি বলেন, আপনারা জানেন যে, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, তার অসুস্থতা বড় হোক বা ছোট এর জন্য যদি চিকিৎসা না করা হয় আর চিকিৎসার কষ্ট সহ্য না করা হয় তাহলে রোগ নিরাময় হয় না। মুখে একটা কালো দাগ বের হলে মহা দুশ্চিন্তার কারণ হয় যে, কোথাও এ দাগ বড় হয়ে সারা মুখে না ছড়িয়ে যায়। অনুরূপভাবে গুনাহ্ বা পাপেরও একটি দাগ রয়েছে যা হৃদয়ের ওপর পড়ে। ছোট পাপই ঔদাসীন্য এবং ভ্রুক্ষেপহীনতার ও আরামপ্রিয়তার কারণে গুনাহে কবীরা বা গুরু পাপে পর্যবসিত হয়। (মানুষ মনে করে সামান্য বিষয়, ভ্রুক্ষেপ করে না, আলস্য প্রদর্শন করে, এর সুরাহার ক্ষেত্রে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে না, তা থেকে বিরত থাকার জন্য খোদার তাকওয়া অবলম্বন করে না। এই আলস্যই অবশেষে বড় পাপে পর্যবসিত হয়।) ছোট গুনাহ্ অর্থাৎ সেই ছোট দাগই সম্প্রসারিত হয়ে অবশেষে পুরো মুখকে কালো করে ফেলে।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০) ছোট পাপই বড় পাপে পর্যবসিত হয় এবং পুরো মানুষে কালিমা লিপ্ত করে।

রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাকওয়া অবলম্বনের তৌফিক দিন। আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সেই সদস্য হতে পারি যারা সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুসারে নিজেদের প্রতিটি কাজ করবে। আর এই মাস থেকে আমরা যেন এমনভাবে পবিত্র হয়ে বের হই আর পুণ্যের ওপর এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হই যে, আমাদের ছেড়ে যাওয়া পাপ এবং দুর্বলতা যেন পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াব। একটি হাযের জানাযা যা মাননীয়া তাহেরা হামীদ সাহেবার। স্বামীর নাম আব্দুল হামীদ মরহুম, যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি নিবাসী। গত ৮ জুন দীর্ঘ অসুস্থতার পর ৬০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ।

তার সম্পর্ক পাকিস্তানের জেহলামের সাথে ছিল। ২০০১ সনে যুক্তরাজ্যে আসেন। তিনি একজন পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। নামাযী, খিলাফতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন, বাচ্চাদের সঠিক তরবীয়ত করেছেন, সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পৃক্ত রেখেছেন, বিশেষ করে নামাযের প্রতি যত্নশীলা ছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় মুসীয়া ছিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মাঝে মা ছাড়াও এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপাভাজন হোন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য দান করুন।

দ্বিতীয়টি হলো গায়েবানা জানাযা জনাব হামীদ আহমদ শহীদের, পিতার নাম শরীফ আহমদ, আটক নিবাসী তিনি। তার বয়স ছিল ৬৩, আটকেই বসবাস করতেন। জামাতের বিরোধীরা গত ৪ঠা জুন দুপুর আড়াইটার সময় তার ঘরের বাহিরে গুলি করে তাকে শহীদ করে। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী ৪ঠা জুন জনাব হামীদ সাহেব নামাযে যোহর পড়ে মসজিদ থেকে ঘরে ফিরে আসেন। ঘরের সদর দরজায় এসে মোটর সাইকেলের হর্ণ বাজান। তাঁর কন্যা সদর দরজা খোলার জন্য আসছিলেন, তখনই অজ্ঞাত পরিচয় আক্রমণকারীরা আসে এবং হামীদ সাহেবকে লক্ষ্য করে খুব কাছ থেকে গুলি করে পালিয়ে যায়। হামীদ সাহেবের মুখের ডান দিকে একটি বুলেট লাগে এবং মাথার পিছনের দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বুলেট লাগার ফলে তিনি ঘটনা স্থলেই শাহাদাত বরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

তার বংশে আহমদীয়াতের সূত্রপাত হয় তাঁর দাদা জনাব মিঞাঁ মোহাম্মদ আলী সাহেবের মাধ্যমে, যিনি গুজরাওয়ালা জেলার লাভেরীর নিবাসী ছিলেন। ১৯২৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে তিনি বয়আত করেছিলেন। শহীদ মরহুম ১৯৫৩ সনের ১৫ই মে গুজরাওয়ালার লাভেরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর আটকে সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। চাকুরী চলাকালেই গ্র্যাজুয়েশন করেন আর ডি.এইচ.এম.এস-এর কোর্সও করেছেন। হোমিও প্র্যাক্টিসও করতেন। ২৬ বছর চাকরী করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর আটক শহরে হোমিও ক্লিনিক খুলেন। ১৯৮২ সনে রাবওয়া নিবাসী বশীর আহমদ সাহেবের কন্যা মাননীয়া আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এছাড়া রাবওয়া ক্লথ ষ্টোর হিসেবে তার দোকান প্রসিদ্ধ ছিল। তিনিও ৪ বছর পূর্বে ইন্তকাল করেন, অসুস্থ ছিলেন। আটকের সরকারী কলেজের লেকচারার হিসেবে তিনি চাকুরী করতেন। শহীদ মরহুম বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তবলীগ, আতিথেয়তা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি,দরিদ্রদের সাহায্য, ওহদাদারদের প্রতি আনুগত্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। খুবই কর্মঠ ও সক্রিয় দাঈইলাল্লাহ্ ছিলেন। আবশ্যকীয় চাঁদা প্রদানে এবং অন্যান্য আর্থিক কুরবানীতে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। সানজুয়াল ফ্যাক্টরীতে চাকুরীকালে তার এক সাথীকে বয়আত করান এরপর সেই ব্যক্তির পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে অপর একটি পরিবারের ৯ ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এই কারণে ফ্যাক্টরীতে তার বিরোধিতা আরম্ভ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 14th July, 2016 Issue No. 19

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

হয়ে যায়। শহীদ মরহুম সরকারের পক্ষ থেকে প্রবন্ধনকৃত ফ্ল্যাটে থাকতেন। বিরোধীরা তার ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। অবশেষে ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপকরা হামীদ সাহেব এবং তার নতুন বয়আতকারী সাথীকে সানজুয়াল থেকে রাওয়ালপিন্ডির ওয়াহ্ ফ্যাক্টরীতে বদলী করে। শহীদ মরুহুম বেশ কিছু দিন থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন ছিলেন। ২০১৫ সনের জানুয়ারি মাসে এক দুস্কৃতকারী আটকের মসজিদ এবং তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে। যাই হোক যথা সময়ে চৌকিদার চলে আসার কারণে সেই ব্যক্তি পালিয়ে যায়। এই ঘটনার দুই দিন পর সেই দুস্কৃতকারী তার ক্লিনিকে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করে এবং ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তাঁর পুত্র নাভিদ আহমদ সাহেব এখানেই আছেন, তিনি পিতার জানাযায় যেতে পারেন নি। তিনি বলেন, আমার পিতা খিলাফতের আনুগত্যশীল মানুষ ছিলেন । খুবই সাহসী ছিলেন, তবলীগ করতেন, পাঁচ বেলার নামায নিজেও পড়তেন আর আমাদেরও নসীহত করতেন, প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিতেন। এখানেও তিনি বেশ কয়েকবার জলসায় এসেছেন। সব সময় মসজিদ ফযলে এসে বাজামাত নামায পড়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর ছোট কন্যা সালমা নুযহাত বলেন, আমাদের পিতা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন, সব তাহরীকে ইতিবাচক সাড়া দিতেন। শাহাদাতের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে আমাকে বলেন যে, দেখ! জীবনের কোন ভরসা নেই, আর সব সময় পুণ্য কর্মেরও নসীহত করতেন। তার এক কন্যার নাম হলো ফাসাহাত হামীদ সাহেবা, তিনি বলেন, এখান থেকে অডিও খুতবা যা আসত তা রেকর্ড করে তিনি বন্ধু দেরকে whatsapp-এ পাঠাতেন।

তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম হলো সাঈদ আহমদ সাহেব, তারও একই বক্তব্য। একই গুণাবলীর কথা সবাই লিখেছেন যে, অত্যন্ত নেক প্রকৃতির ব্যক্তি। পুণ্যের নসীহতকারী, সৎসাহসী, তবলীগকারী ছিলেন। পাকিস্তানের পরিবেশে তবলীগ করা খুব কঠিন কাজ। আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে যে যহুর সাহেব মুরুব্বী আছেন, মরহুম তাঁর ভগ্নিপতি ছিলেন। তিনিও লিখেছেন যে, জামাতি দায়িত্ব বড় কষ্ট সহ্য করে সততার সাথে পালন করতেন। যত বেশি সম্ভব সময় বের করে খিদমতের করার চেষ্টা করতেন, সকল তাহরীকে অংশ নিতেন। সন্তান-সন্ততিকে জামাতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার নসীহত করতেন, তাহাজ্জুদ গুযার এবং নেক ছিলেন, দীর্ঘ দোয়ায় রত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তান-সন্ততির হাফেয এবং নাসের হোন, সেখানে তার সন্তানদেরও অনিষ্টের আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'লা তাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান দিন, পিতার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

ওসীয়তঃ বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের ঐশী ব্যবস্থা

সংখ্যা ১৬-এর পর

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)

'নেযামে নও' ভাষণের চয়নকৃত অংশের অনুবাদ

এ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় এক ভুমির মালিক যার ১০ একর জমি রয়েছে এবং যিনি তার ওসীয়্যতে বলেন এর মধ্যে এক বা দুই বা তিন একর জমি জাতীয় তহবিলে যাবে। কখনো এ কথা ভেবে তিনি ব্যথিত হন না যে ক্ষতিগ্রস্থ হলেন বরং পরের দিন উচ্ছসিত হৃদয়ে নিজ ভ্রাতার সাথে সাক্ষাৎ কর অভিনন্দন পাওয়ার প্রত্যাশা করেন এজন্য যে, খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে তিনি এ ওসীয়্যত করতে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করতে সফল হয়েছেন। অন্য কথায় দরিদ্রদের জন্য এ ত্যাগ তাকে ব্যথিত বা দুঃখিত করে না, বরং এটি এমন একটি বিষয় যা তাকে পরিতৃপ্ত করে এবং তিনি আশা করেন যে, তার সাথে সম্পৃক্তরা এতে শামিল হবেন যেন তিনি তাদের অভিনন্দিত করতে পারেন। তিনি কি করেছেন, তিনি যখন তার স্ত্রীকে তা জানান সেই স্ত্রী সে-সব দরিদ্রকে অভিশাপ দেন না যার তার পরিবারকে নিজ সম্পদের একাংশ থেকে বঞ্চিত করেছে। বরং তার মাঝে এক আবেগের সৃষ্টি হয় যাতে সন্তুষ্টিও থাকে আবার ঈর্ষাও মিশ্রিত থাকে। তিনি এক প্রকার আবেগাপ্লুত দৃষ্টিতে স্বামীকে বলেন, " খোদা তা'লা আপনাকে এরূপ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কিন্তু আমার নিজস্ব কোন সম্পত্তি নেই যা থেকে আমিও এরূপ ওসীয়্যত করতে পারি। আপনি কি আমাকে কিছু সম্পত্তি দিবেন না যেন আমিও এ তাহরীকে অংশ নিতে পারি? " তিনি এভাবে তার অনুনয় বিনয়ে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন যতক্ষণ তার স্বামী তাকে সম্পত্তির একাংশ প্রদান না করেন এবং এ থেকে তিনিও ওসীয়্যত করেন। এভাবে সম্পত্তির আরও এক অংশ থেকে ১/১০ বা ১/৮ বা ১/৬ অংশ সমন্বিত তহবিলে জমা হয় । পুত্র যখন ঘরে আসে আর এ সংবাদ পায়, বাব-মা উভয়ে এমন ওসীয়্যত করেছেন। তখন তার মধ্যেও এমন মনোবাসনা জাগ্রত হয় এভং সে-ও বাবাকে বলে, "খোদা তা'লা আপনাকে দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে রাখুন! আমার নিজের কোন সম্পত্তি নেই। খোদার সন্তুষ্টি লাভের এ সহজ বাণিজ্যে আমি কিভাবে অংশ নিতে পারি? আপনি আপনার সম্পত্তির একাংশ যদি আমাকে দান করেন তবে আমিও আপনাদের পথ অনুসরণ করতে পারতাম।" বাবা ছেলেকে যদি খুব ভালবাসেন তবে তাকেও সম্পত্তির একাংশ দিতে পারেন এ মনে করে যে, পরিণামে এ সম্পত্তি তো পুত্রেরই হবে। পুত্র এর ওপর ওসীয়্যত করে এবং এভাবে সম্পত্তির আরেক অংশ জাতীয় তহবিলে যুক্ত হয়। বাবা সহজে সম্মত না হলে পুত্র তবুও ওসীয়্যত করে যে, জীবদ্দশায় নিজ আয়ের একাংশ জাতীয় তহবিলে প্রদান করবেন এবং মৃত্যুকালে কোন সম্পত্তি যদি রেখে যান এর অংশও একইভাবে জাতীয় তহবিলে যুক্ত হবে।

প্রতিদিন আমরা দেখি, যখন রাষ্ট্রে কোন কর আরোপ করে , যাদের উপর কর ধার্য করা হয় তারা পীড়িত বোধ করে এবং যারা করের আওতার বাইরে থাকেন তারা স্বস্তি বোধ করেন। ধনীরা অসন্তুষ্ট হয় যে, এখন রাষ্ট্রকে আরও বেশি দিতে হবে আর গরীবরা খুশি হয় যে ধনীদের সম্পদের আরেক অংশ তাদের কল্যাণে ব্যয় হবে। আমাদের ব্যবস্থায় এর উল্টোটা ঘটে। প্রথম যখন এর প্রচলন করা হয় তখন কেবল সম্পদের (স্থাবর) উপরই ওসীয়্যত প্রযোজ্য হত। ফলে কেবল সম্পদশালী ব্যক্তিরা এর দ্বারা প্রভাবিত হতেন। কিন্তু যাদের কল্যাণের জন্য এ ব্যবস্থা তারা উল্লসিত বোধ করেন নি। যদিও বা তাদেরই কল্যাণের জন্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সম্পদ নেওয়া হচ্ছিল। বরং তারা এক বঞ্চনার বেদনায় ব্যথিত ছিলেন যে, তারা এতে অংশ নিতে পারছিলেন না, যার পুরস্কার খোদার সন্তুষ্টি ও বেহেশত। তারা মসীহ মওউদ (আ.)-এর কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন যেন এমন কোন উপায় বের করা হয় যাতে তারাও এতে শামিল হতে পারেন। পরিশেষে ঐশী নির্দেশনায় তিনি তাদের আয়ের নির্ধারিত অংশ ও স্কীমে দেওয়ার অনুমতি দিলেন। এভাবে প্রথমে যদিও এ ব্যবস্থা সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য ছিল, সম্পদশালীদের অনুরোধে তাদের আয়ের ওপরও প্রযোজ্য হয় এবং এভাবে আয়ের একাংশ সমন্বিত তহবিলে জমা হতে শুরু করে।

সার কথা এই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার ভিত্তি ১৯১০ সালে রাশিয়াতেও রচিত হয় নি বা অন্য কোন দেশে হয় নি। আর বর্তমান যুদ্ধের (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) শেষে বা ভবিষ্যতে এর ভিত্তি রচিত হবে না। প্রকৃতপক্ষে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা, যা প্রত্যেক মানুষের স্বস্তি ও সমৃদ্ধি আনা ও সত্য ধর্মকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এর ভিত্তিও ১৯০৫ সালেই রচিত হয়েছে। বিশ্ব আজ নতুন কোন বিশ্ব ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী নয়। এ নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা কোন বল প্রয়োগ বা সহিংসতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার উপর এর ভিত্তি।

এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত অর্থ কেবল ধর্ম প্রচারে ব্যয় হবে এরূপ মনে করা ঠিক নয়। আমি ইতিমধ্যেই 'আল ওসীয়্যত' থেকে উদ্ধৃতির ভিত্তিমূলে দেখিয়েছি, বিবিধ উদ্দেশ্যের পূর্ণতায় এ অর্থ ব্যবহৃত হবে। মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, এমন সব পরিকল্পনা যা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রসারের উদ্দেশ্যে গৃহীত এতে এই অর্থ ব্যয় করা হতে পারে। তখন এ ধরণের সব পরিকল্পনা বিস্তারিত বর্ণনার সময় আসে নি। এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, এর কোন কোন উদ্দেশ্য কেবল ভবিষ্যতেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। যখন ইসলামকে ব্যবহারিক রূপ দেওয়া হবে এবং এর সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হতে শুরু করবে, তখন অনেক উদ্দেশ্য সামনে আসবে যার জন্য এর থেকে খরচ করা কেবল যথোপযুক্তই হবে না বরং আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। পরন্তু মসীহ মাওউদ (আ.) এতীম ও মিসকীনদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, এ অর্থে তাদেরও অধিকার রয়েছে। এ কথাও ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করছে। এর অধীনে এটি বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আজকের প্রেক্ষাপটে কেবল কর আরোপ করে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্ভব নয়। এটা আবশ্যকীয় যেন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়। (ক্রমশঃ)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir